তারিখ ... 11/10/83
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 5

নারী নির্যাতন রোধে জারিকৃত অধ্যাদেশ গতকাল হইতে কার্যকর হইয়াছে

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

নারীর উপর নির্যাতন নিবর্তনমূলক শাস্তিদানের ১৯৮৩-র অধ্যাদেশটি গতকাল (সোমবার) হইতে কার্যকর হইয়াছে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক জারিকৃত এ অধ্যাদেশে মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রহিয়াছে।

সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ শাফিয়া খাতুন গতকাল (সোমবার) শিশু একাডেমীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। তিনি বলেন, সাময়িকভাবে যে যেখানেই থাকুন না কেন, নারী নির্যাতন ও তৎসংশ্লিষ্ট অপরাধের বাংলাদেশের সকল নাগ-

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

নারী নির্যাতন রোধে

(১ম পৃঃ পর)

রিকদের উপর এ আইন প্রযোজ্য হইবে।

এ অধ্যাদেশে বেআইনী বা অসৎ উদ্দেশ্যে নারী অপহরণের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১৪ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাবাসসহ অর্থদণ্ড, নারী পাচারের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ডসহ ১৪ বৎসর অবধি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান আছে।

যৌতুকের জন্য কোন স্বামী, স্বামীর কোন অভিভাবক বা বাবা মা কোন নারীর উপর নির্যাতন চালাইয়া হত্যা করিলে, হত্যা করার চেষ্টা করিলে বা গুরুতর জখম করিলে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১৪ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রহিয়াছে। ধর্ষণের ফলে মৃত্যু ঘটিলে নারী নির্যাতনকারীকে মৃত্যুদণ্ড বা অর্থদণ্ডসহ ১৪ বৎসর অবধি কারাদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।

ডঃ শাফিয়া খাতুন বলেন, নির্যাতনের কবল হইতে নারীদের রক্ষার জন্য লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদের বিশেষ আগ্রহে এই অধ্যাদেশ জারি হইয়াছে। অধ্যাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি প্রচার মাধ্যমগুলির প্রতি আবেদন জানান। তিনি বলেন, নির্যাতন রোধে অধ্যাদেশের পাশাপাশি নারীদের জন্য আয়-রোজগার বৃদ্ধির পথও খুলিয়া দিতে হইবে।